যুগান্তর

তারিখ 29 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

অবসর সুবিধা বোর্ডে শিক্ষকদের টাকা নিয়ে চলছে নয়ছয়

ইউসুফ আলী

দেশের প্রায় সাড়ে ৫ লাখ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর ভোগান্তির আরেক সংস্থার নাম বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ তহবিল। শিক্ষকদের জমা অর্থ নিতে এসে প্রতিদিন যারপরনাই হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন হাজার হাজার শিক্ষক। কিন্তু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রতিষ্ঠান দুটিতেই নানা অনিয়ম চলছে দেদারছে। জোট সরকারের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত দলীয় শিক্ষকরা এ সংস্থা দুটির নেতৃত্বে থাকায় নানামুখী অভিযোগ সাধারণ শিক্ষকদের।

চেক জালিয়াতি, কমিশনের নামে টাকা কম দেয়া, ডাবল চেক ইস্যুসহ শিক্ষকদের টাকা নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। এখনও থেমে নেই অনিয়ম, শিক্ষক ভোগান্তি ও হয়রানি। চেক জালিয়াতি ধরা পড়লেও নানা কৌশলে পার পেয়ে যাচ্ছে অভিযুক্তরা। একজন উপ-পরিচালক হয়েও আর্থিক নানা অনিয়মের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে ফ্ল্যাট বাড়ি পর্যন্ত কিনেছেন বলে জানা গেছে। শিক্ষকরাই তাদের অর্থ নিতে এসে পাত্তা পাচ্ছেন না কর্মকর্তাদের কাছে। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষকরা এলেও বেলা ১টার পর নিয়ম বহির্ভূতভাবে গেট বন্ধ করে রাখতে দেখা গেছে। প্রাপ্য অর্থপ্রাপ্তি থেকেও শিক্ষকদের বঞ্চিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

একটানা তিনদিন সরেজমিন পরিদর্শনে নানা আর্থিক অনিয়ম, শিক্ষক ভোগান্তি ও হয়রানির অসংখ্য চিত্র পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে শিক্ষক হয়রানি একদফা বেশি ঘুষেই দাবি শিক্ষকদের। বিশেষ করে অবসর সুবিধা বোর্ডের কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে গড়ে উঠেছে নেটওয়ার্ক। এদের কাছে জিম্মি হয়ে আছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। এ নেটওয়ার্কের সঙ্গে কল্যাণ তহবিলের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে সরেজমিন অনুসন্ধানে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর অর্থে পরিচালিত হয় রাজধানীর ব্যানবেইস ভবনের নিচতলায় পাশাপাশি অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ তহবিল। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের ৬ শতাংশ অবসর সুবিধা বোর্ডে এবং ২ শতাংশ কল্যাণ তহবিলের জন্য জমা রাখা হয়। শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসরে যাওয়ার পর এ অর্থ পেয়ে থাকেন।

কিন্তু যত সহজে টাকা জমা হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের ততটা বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় টাকা উত্তোলন করতে এসে। টাকা পাবেন বলে আশ্বাস দিয়ে হয়রানি করা হয় বছরের পর বছর। আবার অনেক শিক্ষককে ডাবল চেক দিয়ে টাকা উত্তোলন করে ভাগ-বাটোয়ারারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে চেক জালিয়াতির। সংস্থার

অনিয়ম : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

অনিয়ম : শিক্ষকদের টাকা

কর্মব্যক্তিদের যোগসাজশেই হয়েছে এসব অনিয়ম। অবসর সুবিধা বোর্ডের উপ-পরিচালক জহুরুল হকের সহায়তায় হয়েছে দুটি চেক জালিয়াতি হয়েছে গত বছর। এতে দেখা গেছে, শেখ আবু বকর নামের এক শিক্ষক, যার সিরিয়াল নম্বর এস-১৫৭৫; দ্বিতীয় বর্ধিতের নামে নিয়ম বহির্ভূতভাবে তাকে ৯৫ হাজার ৮৮০ টাকার চেক প্রদান করা হয়। একইভাবে আবুল বারকাত/মোঃ আবের হোসেন নামের এক শিক্ষককে ৯৮ হাজার ৪২৫ টাকার চেক দেয়া হয়েছে, যার সিরিয়াল নম্বর এস-১৪৮। এ দুটি চেক প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ডের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও উপ-পরিচালক অর্থ ছাড় করেন। ডাবল চেক ইস্যু নিয়েও এ সংস্থার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, ২০০৪ সালের ১২ আগস্ট প্রথমবার ৪৭ হাজার ৯১৮ টাকার চেক দেয়া হয় নাটোরের সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আবদুর রোকনকে, যার চেক নম্বর ০১২০৩৮৩, জনতা ব্যাংক। দ্বিতীয়বার তাকে আবার ৫১ হাজার ৯১৩ টাকার চেক দেয়া হয় ওই বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর, যার চেক নম্বর ০১২১১৭৮, সোনালী ব্যাংক, সুপ্রিমকোর্ট শাখা। এভাবে অসংখ্য শিক্ষক-কর্মচারীর টাকাই নেয়া হয়েছে অনিয়মের মাধ্যমে। আর একটি অংশ পান বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তা।

সরেজমিন অনুসন্ধানের প্রথমদিন সোমবার বেলা ১টা ২২ মিনিটে বোর্ডে গিয়ে দেখা যায়, গেট তালাবদ্ধ। কুড়িগ্রাম থেকে সামসুল হক নামের এক শিক্ষক এসেছেন কাগজপত্র জমা দিতে। তিনি তালাবদ্ধ গেটটি ধাক্কাচ্ছেন। এ সময় বোর্ডের উপ-পরিচালক জহুরুল হক এবং সহকারী পরিচালক আবু মাসুদ গেটের সামনেই ছিলেন। তারা বলেন, ১টার পর কোন কাগজপত্র জমা নেয়া হয় না। ওই শিক্ষক অনুরোধ করেও কাগজপত্র জমা দিতে পারেননি। এ সময় একজন শিক্ষক বোর্ডের ভেতরেই কাগজ জমা দেয়ার জন্য অবস্থান করছিলেন। কিশোরগঞ্জের ওই শিক্ষককে কাগজপত্র জমা না নিয়েই বের করে দেয়া হয়। এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে উপ-পরিচালক জানান, আগে সময় নিয়ে কথা বলতে আসতে হবে।

চেক জালিয়াতি সম্পর্কে উপ-পরিচালক জহুরুল হক যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। অফিস আওয়ার শেষ হওয়ার আগেই প্রধান গেট বন্ধ রাখার প্রশ্নে বলেন, কাজের সুবিধার্থে এটি করা হয়েছে। বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যাপক শেলিম ভূঁইয়া এ সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, বোর্ড সভায় প্রধান গেট তালাবদ্ধ রাখার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষকরা দূরদূরান্ত থেকে অফিস আওয়ারের মধ্যে এলে অবশ্যই জমা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাস্তবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে কেন জানতে চাইলে বলেন, সব সময় আমি তো থাকি না। যারা থাকেন তাদের দায়িত্ব এর বাস্তবায়ন করা। অবসর বোর্ডের কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে কিনা প্রশ্নের জবাবে জানান, চেষ্টা করছি শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে। শিক্ষক ভোগান্তি এবং নানা অনিয়ম সম্পর্কে বলেন, আমার বিরুদ্ধে কোন অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার দায়ভার নিতে প্রস্তুত। উৎকোচ গ্রহণ ও শিক্ষক ভোগান্তির অভিযোগে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। দুই চেক জালিয়াতি সম্পর্কে বলেন, উপ-পরিচালকের বিরুদ্ধে দুটি চেক জালিয়াতির বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদন্তে অনিয়ম ধরা পড়লেও দুটি চেকের অর্থ ছাড় করেছেন উপ-পরিচালক।

বোর্ড সদস্য সচিব ও উপ-পরিচালকের বক্তব্যে দ্বিমত সম্পর্কে জানতে চাইলে উপ-পরিচালক জানান, তিনি মনে করেন না কোন দ্বিমত আছে এবং কার্যক্রম পরিচালনায় কোন সমস্যা হচ্ছে।

তালাবদ্ধ প্রশ্নে বোর্ডের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) আবু মাসুদ যুগান্তরকে বলেন, এ বিষয়ে তিনি কোন কথা বলতে চান না।

এদিকে নতুন করে মাসিক ভাতা দাবির নামে দুই বোর্ডের ১৬ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড সভা। পর্যবেক্ষকরাবলে বোর্ড দুটির ভাইস চেয়ারম্যানকে সন্তুষ্ট করতে এ অর্থ দেয়ার রেজ্যুলেশন অনুমোদন করা হয়েছে। এতে বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মোঃ নাজিমউদ্দিন কেবল চেক স্বাক্ষরের কাজে মাসিক এ অর্থ পাবেন। ১৯৯০ সালে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম কোন ভাইস চেয়ারম্যান চেক স্বাক্ষরের জন্য ভাতা পেতে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে ভাইস চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, চেক স্বাক্ষরের জন্য টাকা বোর্ডও ইনসেনটিভ দেয়ার প্রস্তাব করে। সে অনুযায়ী এ বিষয়টি বোর্ড সভায় উত্থাপন করা হয়। বোর্ড যদি প্রয়োজন মনে করে দিতে পারে